যুগান্তর

03 SEP 2016
03 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতাহীন ভিসি প্রোভিসি

মুসতাক আহমদ

অর্থ লুটপাটে ব্যস্ত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। লুটপাটের রাস্তা নির্বিঘ্ন রাখতে ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিশূন্য রাখা হচ্ছে। নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না ৬৮ প্রোভিসি এবং ৫১ কোষাধ্যক্ষ। কিছু প্রতিষ্ঠান এই তিন নির্বাহী পদে নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তরা অনেকটা ক্ষমতাহীন। তাদের কাজে পদে পদে বাধা দেয়া হয়। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে ভিসিকে। নিজেদের সুবিধার জন্য অযোগ্য ও ডামি প্রার্থীর সমন্বয়ে ভিসি ও প্রোভিসি নিয়োগের প্যানেল পাঠানোর ঘটনা ঘটছে। এতে লংঘন হচ্ছে আইনের শর্ত। এরপরও কোথাও পছন্দের লোক

রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভিসিকে যোগদানে বাধা দেন মালিকরা

ভিসির স্বাক্ষরবিহীন সনদের বৈধতা থাকবে না

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

ক্ষমতাহীন ভিসি-প্রোভিসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ না পেলে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভিসি ও প্রোভিসিকে যোগদান করতে দেয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি হিসেবে ভিসিই বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন, বিওটি নয়। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে— কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহী নয়। সাধারণত যারা সনদ বাণিজ্য করতে চায়, তারা নিজেদের স্বার্থে আইনানুগ ভিসি রাখতে চায় না। কেননা, তারা সাধারণত অন্যায়-অনিয়মে বাধা দিয়ে থাকে। প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তিনি বলেন, এই তিন কর্মকর্তার কাজ আইনে নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। ভিসির স্বাক্ষর ছাড়া সনদের বৈধতা থাকবে না। আমরা শিগগিরই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেব। অনেক প্রতিষ্ঠান ভারপ্রাপ্ত ভিসি দিয়ে কাজ চালায়। কিন্তু আইনে ভারপ্রাপ্ত ভিসি বলে কিছু নেই।

দেশে বর্তমানে ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর আছে। এর মধ্যে ৩৭টিতেই ভিসি নেই। প্রোভিসি নেই ৬৮টিতে, আর কোষাধ্যক্ষ ৫১টিতে। জানা গেছে, বর্তমানে যারা কর্মরত আছেন, তাদের অনেকেরই যোগ্যতা নেই। এ কারণে মন্ত্রণালয় নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসির মতামত নেয়ার রীতি শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে ইউজিসি থেকে পাঠানো এমন এক নথিতে দেখা যায়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে ভিসি নিয়োগে সম্প্রতি প্যানেল পাঠানো হয়। এই প্যানেল সম্পর্কে ইউজিসির মতামত নেয় মন্ত্রণালয়। মতামতে ইউজিসি বলেছে, প্যানেলের এক নম্বরে থাকা অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক সাবেক ভিসি। তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। দ্বিতীয় ব্যক্তি সত্তরোর্ধ্ব। এ বয়সের মানুষ ভিসি পদে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উপযোগী নন। তৃতীয় ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যথাযথ। ইউজিসি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় প্যানেল প্রস্তাব দেয়ার সুপারিশ করে। এভাবে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, সিটি ইউনিভার্সিটি ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের প্যানেল পাঠায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র একটির প্যানেল সম্পর্কে ইউজিসি ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। বাকিগুলোর প্যানেল বাতিল করে পুনরায় প্রস্তাব পাঠানোর সুপারিশ করেছে।

জানা গেছে, এ ধরনের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ স্বাধীনভাবে কাজ পর্যন্ত করতে পারছেন না। মালিকপক্ষ সেখানে পদে পদে বাধা দেয় বলে অভিযোগ আছে। বাধার কারণে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রোভিসি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপককে সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ছাড়তে হয়েছে। এই শিক্ষক জানান, কার্যত তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। চোখের সামনে শিক্ষাবিরোধী এবং আর্থিক শৃংখলাবিরোধী কাজ দেখতে হচ্ছিল। একপর্যায়ে প্রতিবাদ করায় তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তিনি বলেন, তার অন্য যেসব সহকর্মী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন বা দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, তাদের অভিজ্ঞতাও কমবেশি অভিন্ন।

এদিকে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুগত ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণত এই তিন পদের জন্য রাষ্ট্রপতি বা চ্যান্সেলর তিনজনের প্যানেল থেকে একজনকে নিয়োগ দেন। ইউজিসি এবং মন্ত্রণালয় সূত্রগুলো জানায়, এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পছন্দের ব্যক্তির নাম এক নম্বরে রাখে। বাকি দু'জনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডামি প্রার্থী করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ও অশিক্ষকদের ডামি প্রার্থী করা হয়।

জানা গেছে, ডামি প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগ পাওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে যোগ দিতে দেয়া হয়নি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ঢাকার শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি। এই প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভিসি অধ্যাপক মিজানুর রহীমকে যোগ দিতে দেয়া তো হয়ই-নি, উল্টো তাকে শিক্ষকের পদ থেকেও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ নিয়ে ইউজিসি তদন্তও করেছে। এভাবে নামকরা আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ব্যবহারবান্ধব। প্রত্যেকের এ আইন মেনে চলা উচিত। আইন মেনে চললে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজের অবকাশ থাকে না। এরপরও কেউ যদি আইন না মানেন আর তার বিরুদ্ধে সরকার যদি আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি থাকবে না। প্রয়োজনে আমরা সহায়তা করব। তবে অনেক সময় ভিসি নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা হয়। এ ক্ষেত্রে ভিসি ও প্রোভিসি পদের শূন্যতা ইচ্ছাকৃত হয় না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কেউ যদি রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভিসিকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেন বা যোগদানে বাধা দেন, সেটা হবে আইনের বরখেলাপ। প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে, একদিকে জবরদস্তি করলে আরেকটি জবরদস্তি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

ইউজিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটির সদস্যদের বিরুদ্ধে কাজে বাধাদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলের অর্থ যথেচ্ছা খরচ, বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা ও মিটিংয়ের নামে লোপাটের অভিযোগ আসছে। দৈনিক কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসি কোষাধ্যক্ষ এসব ব্যাপারে মৌখিকভাবে নালিশ করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে শুধু অখ্যাত বা মধ্যম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও আছে এ ধরনের অভিযোগ। ইউজিসির তদন্ত এবং পরিদর্শনেও এসব বিষয় উঠে আসছে। অথচ আইন অনুযায়ী, বিওটির রাষ্ট্রপতি মনোনীত ভিসিকে অপসারণ করার ক্ষমতা একমাত্র তারই (চ্যান্সেলর)। প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য।

ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষবিহীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগেরই শিক্ষা কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ। শিক্ষাবিদহ-ভিসি থাকলে তারা সাধারণত শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করেন না। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, পাঠক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, শৃংখলা কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখেন। নামমাত্র কোর্স-প্রোগ্রাম ডিজাইন করেন না। ফলে কোনোরকম পড়িয়ে বা ভর্তি হয়েই শিক্ষার্থীরা সনদ নিতে পারে না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ভিসি ও প্রোভিসিরা বাধা হয়ে দাঁড়ান। বেহিসাবে প্রতিষ্ঠানের অর্থ লোপাটে বাধা দেন কোষাধ্যক্ষরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ করতে হলে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) ১৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে এমএ পাস তিনজন শিক্ষকের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হয়। তাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকেই চার বছরের জন্য নিয়োগ দেন। প্রায় একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদকে প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইচ্ছেমতো পরিচালনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) সদস্যরা ভিসি-প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেন না। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো চালানো হচ্ছে। বাবা ভিসি, ছেলে রেজিস্ট্রার আর মা কোষাধ্যক্ষ— এমন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এভাবে মালিকপক্ষের খামখেয়ালিপনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়।